আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে

কাজী নজরুল ইসলাম

আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে
মোর মুখ হাসে মোর চোখ হাসে মোর টগবগিয়ে খুন হাসে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে।

আজকে আমার রুদ্ধ প্রাণের পল্বলে
বান ডেকে ঐ জাগল জোয়ার দুয়ার-ভাঙা কল্লোলে।
আস্‌ল হাসি, আস্‌ল কাঁদন,
মুক্তি এলো, আস্‌ল বাঁধন,
মুখ ফুটে আজ বুক ফাটে মোর তিক্ত দুখের সুখ আসে।
ঐ রিক্ত বুকের দুখ আসে –
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে।

আস্‌ল উদাস, শ্বস্‌ল হুতাশ,
সৃষ্টিছাড়া বুক-ফাটা শ্বাস,
ফুললো সাগর দুললো আকাশ ছুট্‌লো বাতাস,
গগন ফেটে চক্র ছোটে, পিণাক-পাণির শূল আসে।
ঐ ধূমকেতু আর উল্কাতে,
চায় সৃষ্টিটাকে উল্‌টাতে,
আজ তাই দেখি আর বক্ষে আমার লক্ষ বাগের ফুল হাসে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে।

আজ হাস্‌ল আগুন, শ্বস্‌ল ফাগুন,
মদন মারে খুন-মাখা তূণ
পলাশ অশোক শিমূল ঘায়েল
ফাগ লাগে ঐ দিক্‌-বাসে
গো দিগ্‌বালিকার পীতবাসে;
আজ রঙ্গন এলো রক্ত প্রাণের অঙ্গনে মোর চারপাশে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে।

আজ কপট কোপের তূণ ধরি
ঐ আস্‌ল যত সুন্দরী,
কারুর পায়ে বুক-ডলা খুন, কেউ বা আগুন,
কেউ মানিনী চোখের জলে বুক ভাসে।
তাদের প্রাণের 'বুক-ফাটে-তাও-মুখ ফোটে-না' বাণীর বীণা মোর পাশে,
ঐ তাদের কথা শোনায় তাদের
আমার চোখে জল আসে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে।

আজ আস্‌ল উষা, সন্ধ্যা, দুপুর,
আস্‌ল নিকট, আস্‌ল সূদুর,
আস্‌ল বাধা-বন্ধ-হারা ছন্দ-মাতন

পাগ্‌লা-গাজন-উচ্ছ্বাসে।
ঐ আস্‌ল আশিন শিউলি শিথিল
হাস্‌ল শিশির দুব্‌ঘাসে।
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে।

আজ জাগ্‌ল সাগর, হাস্‌ল মরু,
কাঁপ্‌ল ভূধর, কানন তরু,
বিশ্ব-ডুবান্‌ আস্‌ল তুফান, উছ্‌লে উজান
ভৈরবীদের গান ভাসে,

মোর ডাইনে শিশু সদ্যোজাত জরায় মরা বাম পাশে।
মন ছুটছে গো আজ বল্লাহারা অশ্ব যেন পাগলা সে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে।
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে।

সৌজন্যেঃ নজরুল রচনাবলী, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৬, ১ম খন্ড, পৃঃ ৪৭-৪৮

Home